ঝিনাইদহে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

টেইসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে ঝিনাইদহে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৪ মে) দিনব্যাপী সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালার আয়োজন করে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ট পর্যায় প্রকল্প।

সকালে কর্মশালার উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর সাহা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ট পর্যায়ের ঝিনাইদহের প্রকল্প সহকারী পরিচালক মৌসুমি সুলতানা।

সেসময় বক্তারা বলেন, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

তারা আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এমন প্রকল্পসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রকল্প শিক্ষক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মেহেরপুরে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মেহেরপুরে “মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা- ২০২৪” বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, “সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ মাদার এন্ড চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম (SIMCBP)” প্রকল্পের আওতায়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন। এতে সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, বিআরডিবি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়নের সচিব আজিম উদ্দিনসহ সদর উপজেলার সব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, উপকারভোগী নির্বাচন ও মনিটরিং পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

শিশু আছিয়া ধর্ষণ ও হত্যা:

হিটু শেখের মৃত্যুদণ্ড, খালাস ৩

মাগুরার আট বছরের শিশুর ধর্ষণ ও হত্যার মামলার রায় দিয়েছেন আদালত। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এম জাহিদ হাসান এ রায় দেন।

আলোচিত এই মামলায় আসামি ছিলেন, শিশুটির বড় বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগম।

আদালত মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এছাড়া মামলার অন্য আসামিরা- বোনের জামাতা সজীব শেখ, সজীবের ভাই রাতুল শেখ ও তাদের মা রোকেয়া বেগমকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

এর আগে গত ১৩ এপ্রিল আলোচিত মামলায় অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ। ২৩ এপ্রিল অভিযোগ গঠনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বিচার কার্যক্রম। সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয় ২৭ এপ্রিল। এ মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে সাক্ষ্য দেন ২৯ জন। ছুটির দিন বাদে টানা শুনানি করে ১২ কার্যদিবসে শেষ হয় বিচার।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন, আসামির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি, মেডিকেল অ্যাভিডেন্স ও সাক্ষীদের জবানবন্দিতে আসামিদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে।

মাগুরার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর জানান, এ মামলার প্রধান আসামি হিটু শেখের ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তি, মেডিকেল রিপোর্ট, পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য এবং মামলার মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা রাষ্ট্রপক্ষ মামলা প্রমাণ করতে পেরেছে।

ফলে একটি নিষ্পাপ শিশুকে যেভাবে অমানবিক পাশবিক নির্যাতনে হত্যা করা হয়েছে, তার জন্য আসামিদের আদালত সর্বোচ্চ সাজা দেবে, যা বাংলাদেশে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এর আগে জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাদীপক্ষের আইনজীবী বলেন, মাগুরায় আট বছরের শিশুর সঙ্গে বর্বর পাশবিক ঘটনায় সারা দেশ

প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। মাগুরা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যরাও এ ঘৃণ্য ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি জানায়।

মাগুরা শহরের নিজনান্দুয়ালী গ্রামে বোনের শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এসে গত ৬ মার্চ ধর্ষণের শিকার হয় শিশু আছিয়া। এ ঘটনার পর মাগুরাসহ সারা দেশের মানুষ প্রতিবাদে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। গত ৮ মার্চ পুলিশের অভিযুক্ত এ চারজনকেই আসামি করে সদর থানায় মামলা করেন শিশুর মা আয়েশা আক্তার।

ধর্ষণের ঘটনার পর শিশুকে প্রথমে মাগুরা ২৫০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর ফরিদপুর মেডিকেল এবং পরে ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৩ মার্চ মারা যায় শিশুটি।

এ ঘটনার পর পুলিশের রিমান্ড চলাকালে মামলার মূল আসামি হিটু শেখ ১৫ মার্চ মাগুরার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। যেখানে এ ঘটনায় সে একাই জড়িত বলে স্বীকারোক্তি দেয়।

গত ১৩ এপ্রিল চাঞ্চল্যকর এ মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা মাগুরা সদর থানার ওসি (তদন্ত) আলাউদ্দিন সরদার শিশুটির মায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত চার আসামি আছিয়ার বোনের শ্বশুর হিটু শেখ, বোনের শাশুড়ি জাহেদা বেগম, বোনজামাই সজীব শেখ ও সজীবের বড় ভাই রাতুল শেখের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

২৩ এপ্রিল চার্জ গঠনের মাধ্যমে এ মামলার বিচার কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭ এপ্রিল থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়ে ২৭ এপ্রিল বাদীসহ তিনজনের সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে সাক্ষীর কার্যক্রম শুরু হয়ে ৭ মে অষ্টম কার্যদিবসের মধ্যে সাক্ষ্য পর্ব শেষ হয়।

৮ মে আসামিদের ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আসামিদের পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া ১২ ও ১৩ মে যুক্তিতর্ক শেষে ১৭ মে রায় ঘোষণার দিন ধার্য করে আদালত।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে নারী, শিশুসহ আটক-৫৯

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে নারী ও শিশুসহ ৫৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আটকৃতদের মধ্যে ২৬ জন শিশু, ১৮ জন নারী ও ১৫ জন পুরুষ। আটকৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। এছাড়া ২৭ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাত সাড়ে আটটায় মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবির অধীন শ্যামকুড়, খোশালপুর, বেনীপুর, বাঘাডাঙ্গা ও লড়াইঘাট বিওপির পৃথক অভিযানে মোট ৫৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি। আটককৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। আটককৃতদের মধ্যে ২৬ জন শিশু ও ১৮ জন নারী। আটককৃত বাকি ১৫ জন প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশি নাগরিক। তারা ঢাকা, নড়াইল, সুনামগঞ্জ, যশোর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার বাসিন্দা।

এছাড়া সীমান্ত বিওপির পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ২৭ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করে বিজিবি। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।

মহেশপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, আটকৃত প্রাপ্ত বয়স্ক বাংলাদেশি নাগরিকদের মামলা দায়েরের মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করা হবে। এছাড়া আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস এন্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে নারী-

শিশুসহ ২২ বাংলাদেশি আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। আটকৃতরা অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। এছাড়া পৃথক মাদক বিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার করা হয়েছে।

রোববার (১১ মে) মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধীন কুমিল্লাপাড়া, খোশালপুর ও জীবননগর বিওপির অভিযানে ২২ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি।

আটকদের মধ্যে ৪ জন নারী ও ৩ জন শিশু। বাকি ১৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। আটক ব্যক্তিরা নড়াইল, যশোর, রাজবাড়ী, কুমিল্লা, বাগেরহাট, নোয়াখালী ও খাগড়াছড়ি জেলার বাসিন্দা।

এছাড়া বেনীপুর, উথলী ও রাজাপুর বিওপির পৃথক মাদকবিরোধী অভিযানে ৪২ বোতল ভারতীয় মদ, ৩ কেজি গাঁজা ও ৯৫২ পিস নিষিদ্ধ উত্তেজক ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, আটকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। আটক নারী ও শিশুদের যশোরের জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল শিশু তাছনিয়ার

নানার দোকানের হালখাতার মিষ্টি নিয়ে দৌঁড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে সড়কে প্রাণ হারালো তাছনিয়া খাতুন নামের আড়াই বছর বয়সী এক

শিশু। দ্রুতগতির স্টিয়ারিংচালিত একটি গাড়ি তাকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
নিহত তাছনিয়া খাতুন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজীপুর গ্রামের প্রবাসী জয়নাল আবেদীনের মেয়ে।
আজ শনিবার (১০ মে) সকাল ১১টার দিকে কাজীপুর গ্রামে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়দের বরাত দিয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, তাছনিয়া তার নানার দোকানে হালখাতার মিষ্টি নিয়ে দৌঁড়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। এ সময় একটি ইঞ্জিনচালিত স্টিয়ারিং গাড়ি তাকে চাপা দিলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।
ওসি আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

মুজিবনগর সীমান্তে শিশুসহ ১০ জনকে ঠেলে দিলো ভারত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া সীমান্ত দিয়ে রোববার ভোরে শিশুসহ ১০ জন বাংলাদেশিকে ঠেলে (পুশব্যাক) দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। পরে তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে আটক করে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি)।

আটককৃতরা হলেন যশোর জেলার পুলেরহাট এলাকার সাইফুল হাসান, সাতক্ষিরা জেলার কলারোয়া উপজেলার বাটড়া গ্রামের প্রজেনজিৎ দাশ, মাদারিপুর জেলার রাজৈর থানার হাসেনকান্দা গ্রামের বিল্লাল শেখ, যশোর জেলার সাড়সা থানার কন্যাদা গ্রামের তারিকুল ইসলাম, খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার মোনাবান্দা গ্রামের সেজুতি রায়, নড়াইল জেলার পাংকোবিলা গ্রামের অর্চনা রানি সরকার, যশোর জেলার নওয়াপাড়া থানার বোদ্দনা গ্রামের দেবদাস বিশ্বাস, রুপা বিশ্বাস ও জয়দেব বিশ্বাস। তাদের মধ্যে একজন শিশু রয়েছে।

স্থানীয় সূত্র ও বিজিবির তথ্য অনুযায়ী, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছিল। সাজা ভোগ শেষে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কারাগার থেকে তাদের একত্র করে পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার হৃদয়পুর সীমান্ত দিয়ে মুজিবনগরের

ভবেরপাড়া সীমান্তে ঠেলে দেয় বিএসএফ। সীমান্ত পার হওয়ার পর বিজিবি তাদের আটক করে তল্লাশি শেষে ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, “৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও একজন শিশুকে বিএসএফ সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে ঠেলে দিয়েছে। বিজিবি তাদের আটক করে থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।”

মেহেরপুরে শিশু বলাৎকারকারীর শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন

শিশু বলাৎকারের ঘৃণ্য ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত গোলাম মোস্তফার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার (২৬ এপ্রিল) মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে আমঝুপি ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমাজের প্রতিটি স্তরকে আরও সচেতন হতে হবে। তারা গোলাম মোস্তফার ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দ্রুত বিচার কার্যক্রম শুরু করে কঠোর শাস্তির দাবি জানান। বক্তারা আরও বলেন, এমন অপরাধের সুষ্ঠু বিচার না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা হাতে প্ল্যাকার্ড বহন করে “যৌন হেনস্থা বন্ধ হোক”, “ধর্ষক মোস্তফার বিচার চাই” ইত্যাদি স্লোগান দেন।

পরে একটি স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের কাছে প্রদান করা হয়।

এদিকে, পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত গোলাম মোস্তফাকে

ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাধারণ মানুষের দাবি, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে এই ঘটনার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজ তিন নারী ও শিশু ঢাকার বাড্ডা থেকে উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুর থেকে তিন নারী ও এক শিশু নিখোঁজের একদিন পর তাদেরকে রাজধানীর বাড্ডা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার তালবাড়িয়া পশ্চিম রানাখড়িয়া এলাকার আবুদর রাজ্জাকের মেয়ে আফরোজা খাতুন (১৬), মো. রানার মেয়ে অথৈই খাতুন (১৭), মো. আরিফুল ইসলামের মেয়ে আনিকা খাতুন
(২১) ও তার নাতি ছেলে মো. আনাছ (১৯ মাস)।

মিরপুর থানা সূত্রে জানা যায়, মিরপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক তদন্ত আব্দুল আজিজ ও এসআই শরিফুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স তথ্য প্রযুক্তি সহায়তায় রাজধানীর বাড্ডা এলাকার একটি বাসা থেকে তাদের উদ্ধার করে। এসময় তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা পরিবারের অবহেলার স্বীকার এবং নিজেরা আয়-রোজগার করে স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় পরিবারের সদস্যদের সেভেন-আপ এর মধ্যে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমিনুল ইসলাম বলেন, সোমবার অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে আমরা কাজ শুরু করি। অতঃপর মিরপুর থানার চৌকস একটি অভিযানিক দল রাজধানীর মধ্য বাড্ডা থেকে তাদের উদ্ধার করে। আইনগত প্রক্রিয়া

শেষে তাদের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

উল্লেখ্য, রবিবার (২০ এপ্রিল) দিবাগত রাতে সেভেন-আপের মধ্যে চেতনানাশক খাইয়ে একই পরিবারের তিন নারীসহ শিশু নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছিল।

কোটচাঁদপুরে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় শিশু আহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে দ্রুতগামী মোটরসাইকেলের ধাক্কায় তিন বছরের শিশু আলামিন হোসেন আহত হয়েছে। শিশুটি তার মায়ের কোলে ছিল। ধাক্কায় মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে গেলে গুরুতর আহত হয় সে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২ এপ্রিল উপজেলার বলুহর গ্রামের শেখপাড়ায়। অভিযোগ করেও সাড়া না পেয়ে হতাশ পরিবারটি।

আহত শিশুর মা কাকলী বেগম জানান, “গত ২ এপ্রিল, বুধবার রাত ৮টার দিকে আমরা সবাই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম বিয়েবাড়ি যাবার প্রস্তুতিতে। আলামিন ছিল আমার কোলে। হঠাৎ একটি দ্রুতগতির মোটরসাইকেল আমাকে ধাক্কা দেয়। ধাক্কায় আমার কোল থেকে আলামিন ছিটকে পড়ে যায়। মাটি থেকে তুলতেই বুঝতে পারি, কোথাও ভেঙে গেছে।”

তাৎক্ষণিকভাবে আলামিনকে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকরা ঈদের পরদিন হওয়ায় চিকিৎসক সংকট দেখিয়ে কোনো চিকিৎসা না করেই শিশুটিকে যশোর হাসপাতালে রেফার করেন।

কাকলী বেগম আরও বলেন, “সেদিন মোটরসাইকেলে চারজন আরোহী ছিল। তাদের মধ্যে হৃদয় ঢালীকে আমি চিনতে পেরেছি। বাকি তিনজনকে চিনতে পারিনি। এলাকার লোকজন সালিশ করে মীমাংসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হন। পরে গত ১২ এপ্রিল কোটচাঁদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছি। কিন্তু কয়েক দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া

হয়নি।”

আহত শিশু আলামিন বলুহর গ্রামের ট্রাকচালক জাহিদুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে সে বাড়িতে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মফিজুর রহমান বলেন, “ঘটনার বিষয়ে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আগামী শুক্রবার ওসি স্যার দুই পক্ষকে নিয়ে বসবেন।”